১ অগাস্ট ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৩

রাজনৈতিক সহিংসতা
কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা
সভা-সমাবেশে বাধা
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই
হেফাজতে ইসলাম এর সমাবেশ শীর্ষক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন এবং তথ্য চেয়ে *অধিকার* এর কাছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি
লিমনের মামলা প্রত্যাহার করেছে সরকার
গণপিটুনীর মাধ্যমে হত্যা অব্যাহত
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা
শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস
নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। জনগণের সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা না গেলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদেরসমষ্টিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ব্যক্তির যে-মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না এবং যে সব নাগরিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না-সেই সব অলঙ্ঘনীয় অধিকার অতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব অধিকার ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ ও নাগরিক হিসেবে এই সব অধিকার ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এই সব অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'র অধিকার রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না, বরং ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের জুলাই মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩১ জন নিহত এবং ১২৫৩ জন আহত হয়েছেন। জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের ২৬ টি এবং বিএনপি'র ১৭ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন তিনজন ও আহত হয়েছেন ২৫১ জন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২১৫ জন আহত হয়েছেন।

২. গত ২০ জুলাই সিলেট নগরীর জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ছাত্রদল কর্মী মিজান ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই ঘটনায় ছাত্রদল কর্মীরা ঐ এলাকার দোকান-পাট ভাংচুর করে।[১]

৩. শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণের প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ডিপ্লোমা কোর্স বাতিলের দাবীতে আন্দোলনের ডাক দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতা কর্মীরা গত ৫ জুলাই ভর্তি পরীক্ষা শুরুর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও সঙ্গীত বিভাগের সামনে অবস্থান নেয়। এই সময় আওয়ামা লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতা কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ঢাকা মহানগর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জিএম জিলানি শুভ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ফারহান হাবিব আহত হন।[২]

হরতাল সহিংসতা

৪. গত ১৫ জুলাই একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী'র সাবেক আমির গোলাম আজমের মামলার রায় ঘোষণা এবং ১৬ জুলাই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ কর্তৃক গোলাম আজমকে ৯০ বছরের কারাদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী সারাদেশে হরতাল ডাকে। আর গোলাম আজমকে দেয়া ৯০ বছরের কারাদণ্ডের রায় প্রত্যাখান করে ফাঁসির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চও ১৬ জুলাই সারাদেশে হরতাল পালন করে। এরপরদিন ১৭ জুলাই একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধচলাকালে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী'র সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মামলার রায় ঘোষণার দিন জামায়াতে ইসলামী সারাদেশে আবারহরতাল ডাকে এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে ১৮ জুলাই জামায়াতে ইসলামী এর প্রতিবাদে আবারও হরতাল পালন করে। হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হরতালের আগে এবং হরতাল চলাকালে হরতাল সমর্থকরা যানবাহন ভাঙচুর করে এবং গণপরিবহনসহ বিভিন্ন যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৫. গত ১৫ জুলাই জামায়াতে ইসলামী'র সাবেক আমির গোলাম আজমের মামলার রায় ঘোষণার প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী'র ডাকা দেশব্যাপি হরতাল চলাকালে চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা

[১] ইত্তেফাক, ২১ জুলাই ২০১৩
[২] যায়যায়দিন, ৬ জুলাই ২০১৩

রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এইসময় পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে নুরুল ইসলাম ও জিয়াউর রহমান নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[৩]

৬. গত ১৫ জুলাই হরতাল চলাকালে সাতক্ষীরা জেলার সখীপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ(৪২) মাছ নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে।[৪]

৭. গত ১৬ জুলাই হরতাল চলাকালে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কুশুলিয়া ইউনিয়নের হাজামপাড়ায় জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ করে দেয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যেয়ে রাস্তার ব্যারিকেড তোলার চেষ্টা করলে হরতাল সমর্থকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং এইসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফুজ্জামান(১৭) ও রুহুল আমীন গাজী(৩২) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[৫]

কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা

৮. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষাসহ সব সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল এবং ৩৪তম বিসিএসের ফল বাতিল করে পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর গত ১১ জুলাই পুলিশ ও আওয়ামীলীগসমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, টিএসসি, কলাভবন ও স্যার এ এফ রহমান হলের সামনে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও গুলি ছুঁড়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনের সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ আনোয়ার, সৃজন, ইনামুল ও ইমরানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে ২০ জনকে আটক করে। গত ১৩ জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হতে চাইলে আওয়ামা লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরিফের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের ওপর হামলা করে। উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৫৬% কোটা সিস্টেম অনুসরণ করা হয়; ফলে প্রকৃত মোধাবীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কোটা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে আন্দোলনকারীরা দাবি করছেন। এই কোটা ব্যবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের জন্য ৩০%, মহিলা কোটা ১০%, জেলা কোটা ১০%, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্টির সদস্যদের জন্য ৫% এবং ১% প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্ধ রাখা হয়েছে।[৬]

৯. *অধিকার* মনে করে, কোটা ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাবাদ পড়ছেন এবং এর সুযোগে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতমূলক নিয়োগের পথ খোলা থাকছে। *অধিকার* কোটা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাতিল বা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য এবং আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

[৩] প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০১৩
[৪] প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০১৩
[৫] মানবজমিন, ১৭ জুলাই ২০১৩
[৬] মানবজমিন, ১২ জুলাই ২০১৩; আমাদের সময়, ১৪ জুলাই ২০১৩

সভা-সমাবেশে বাধা

১০. গত ৫ জুলাই নেত্রকোনায় নাগরিক ঐক্যের পূর্ব নির্ধারিত আলোচনা সভা প্রশাসনের বাধার মুখে বন্ধ হয়ে যায়। জেলা নাগরিক ঐক্যের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম খান *অধিকারকে* জানান, ৫ জুলাই নেত্রকোনা নাগরিক ঐক্যের উদ্যেগে আলোচনা সভা করার জন্য নেত্রকোনা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুম ভাড়া নেয়া হয়। আলোচনা সভায় নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উল্লেখ করে তাঁরা শহরে পোস্টার এবং লিফলেট বিতরণ করেন। কিন্তু ৩ জুলাই প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান তাঁকে জানান, জেলা প্রশাসক আনিস মাহমুদ (যিনি পদাধিকার বলে প্রেসক্লাবেরও সভাপতি) নাগরিক ঐক্যের সভার জন্য প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমের বরাদ্ধ বাতিল করার জন্যতাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই খবর পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সভা করার অনুমতি চান। কিন্তু জেলা প্রশাসক তাঁকে প্রেসক্লাব ছাড়া অন্য যে কোন জায়গায় সভা করতে বলেন। প্রেসক্লাবে সভা করতে না পেরে তাঁরা নেত্রকোনা উন্মেষ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সভা করার জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি নেন। কিন্তু ৪ জুলাই সন্ধ্যায় প্রধান শিক্ষক তাঁকে জানান, এনএসআই এবং ডিজিএফআই এর স্থানীয় পর্যায় থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে যে, নাগরিক ঐক্যের আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ হামলা করবে। এরপর প্রধান শিক্ষক সভা করার অনুমতি বাতিল করে দেন।[৭]

১১. *অধিকার* মনে করে এই ধরনের আচরণ গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। শান্তিপূর্ণভাবে সভা করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এটি বন্ধ করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

১২. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জুলাই মাসে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা দুইটি ক্ষেত্রে জারি করে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৩. *অধিকার* মনে করে, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের পাল্টা কর্মসূচি দেয়া এবং এই অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারি করার হীন কর্মকাণ্ড সরকারকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

১৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিএসএফ তিনজন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিএসএফ এক জনকে গুলি এবং দুইজনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এছাড়াও বিএসএফ একজন নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং তিনজনকে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১২ জন।

১৫. ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার ধর্মগড় সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ এবারত আলী(২৮) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[৭] নাগরিক ঐক্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য

এবারত আলীর লাশ গত ১৫ জুলাই ৩৭৩/২ এস পিলারের কাছে নাগর নদীর জিরো লাইনে ভেসে থাকতে দেখা যায়।[৮]

১৬. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুমোদনহীনভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

১৭. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা অব্যাহত রয়েছে। জুলাই মাসে নয়জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক সাতজন ও দুই জন পুলিশ কর্তৃক "*ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/ বন্দুকযুদ্ধের*" শিকার হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয়

১৯. এদের মধ্যে একজন ঢাকা মহানগর (উত্তর) আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, পাঁচজন কথিত অপরাধী, দুইজন গাড়ী ছিনতাইকারী এবং একজন অপহরণকারী।

জেল হেফাজতে মৃত্যু

২০. জুলাই মাসে সাত জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' জেল হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লংঘন' শীর্ষক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন এর ব্যাপারে অধিকার এর কাছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি

২১. গত ১০ জুলাই ২০১৩ তথ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক ভূঁঞার স্বাক্ষরিত একটি চিঠি (সূত্র:স্মারক নং তম/তমদ/বিবিধ-১০/২০১৩/২১৪৪) *অধিকার* এর পরিচালক বরাবর পাঠানো হয়। চিঠিতে গত ৫ মে দিবাগত রাতে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশএর সমাবেশে সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ওপর *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনসহ নিহতদের নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা চাওয়া হয়। *অধিকার* নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সাপেক্ষে নিহতদের নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দেয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে গত ১৭ জুলাই ওই চিঠির জবাবসহ তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের একটি কপি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বরাবর পাঠায়।

[৮] ইনকিলাব, ১৬ জুলাই ২০১৩

ক. নিহতদের তালিকা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেসব মানবাধিকার সংগঠন কাজ করছে তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা।

খ. তথ্য প্রদানকারী, ভিকটিম/তাঁদের পরিবার এবং সাক্ষীদের জন্য সুরক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া ও সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. এই তথ্য প্রদানকারী, ভিকটিম/তাঁদের পরিবার এবং সাক্ষীদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটবে না সেই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া।

২২. হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা ও পরবর্তী দমনপীড়নের কারণে নিহতদের পরিবারের সদস্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। এছাড়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্তত: ১৩৩,৫০০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী করে ২৩টি মামলা দায়ের করেছে সরকার। ভিকটিম পরিবারগুলোর আশংকা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরকার হয়রানী করতে পারে এবং এই কারণে তাঁরা জনসমক্ষে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। সুতরাং একটি দায়িত্বশীল মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে ভিকটিমদের পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থ বিবেচনা করে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত না করা পর্যন্ত *অধিকার* এর পক্ষে নিহতদের নাম ও ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়া সম্ভব নয়। উলেখ্য, বাংলাদেশে ভিকটিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন আইন নেই। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে ভিকটিমদের নিরাপত্তা বিধান *অধিকার* এর কর্তব্য।[৯]

লিমনের মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

২৩. র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের(র‍্যাব) সব মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত ৯ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দিন খান আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, "ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ ধারা অনুযায়ী লিমনের বিরুদ্ধে র‍্যাবের করা মামলা দুটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে"।[১০] এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের একটি আদেশ ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছায়। ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরকে অনুরোধ জানালে তিনি গত ২১ জুলাই আদালতে এই ব্যাপারে আবেদন করেন। গত ২৯ জুলাই ঝালকাঠি বিশেষ ট্রাইবুনাল-২ এর বিচারক শংকর হালদার লিমনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অস্ত্র মামলা হতে লিমনকে অব্যাহতি দেন। লিমনের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধাদানের অপর মামলাটি প্রত্যাহারের শুনানির জন্য আগামী ১৮ অগাস্ট পরবর্তী তারিখ ধার্য্য করা হয়েছে।[১১] উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের দিনমজুর তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে লিমন হোসেন গরু নিয়ে মাঠ থেকে ফেরার পথে র‍্যাব সদস্যরা তাঁর বাম পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। পরে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লিমনের গুলিবিদ্ধ বাম পাটি কেটে ফেলতে হয়।[১২]এরপর র‍্যাব লিমনের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে একটি এবং অস্ত্র আইনে আরেকটি মামলা দায়ের করে। এরমধ্যে অস্ত্র আইনে লিমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে ঝালকাঠির বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২।[১৩] ২০১১ সালের ১০ এপ্রিল লিমনের মা হেনোয়ারা বেগম ঝালকাঠির সিনিয়র

[৯] চিঠির পূর্ণাঙ্গ জবাব পড়তে দেখুন: www.odhikar.org
http://odhikar.org/documents/2013/FF_Report_2013/Hefazat_e_islam/Home%20Ministry/Reply%20to%20the%20Information%20Minister_Bangla.pdf
[১০] প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০১৩
[১১] ইত্তেফাক, ৩০ জুলাই ২০১৩
[১২] অধিকারের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[১৩] প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০১৩

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে র‍্যাব-৮ এর ডিএডি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানসহ ৬ জন এবং আরো অজ্ঞাত ৬ জনসহ মোট ১২ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।[১৪]

২৪. *অধিকার* লিমনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করছে। তবে *অধিকার* মনে করে,লিমনকে যে সব র‍্যাব সদস্য গুলি করে পঙ্গু করেছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ লিমনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করে সরকার প্রমাণ করেছে যে, লিমন নির্দোষ। এরপরও যদি অভিযুক্ত র‍্যাব সদস্যদের বিচারের সম্মুখিন করা না হয়, তাহলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তিকেই সরকার উৎসাহিত করছে বলে ধরে নিতে হবে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৫. জুলাই মাসে সাংবাদিকদের ওপর কয়েকটি আক্রমণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে জুলাই মাসে নয়জন সাংবাদিক আহত এবং একজনের বিরুদ্ধে মামলা করার অভিযোগ রয়েছে।

২৬. গত ২৭ জুলাই আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। 'উসকানীমূলক সংবাদ প্রকাশ, গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের' অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে গত ২২ ফেব্রুয়ারি রমনা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে। গত ১২ জুন গাজীপুরে অবস্থিত কাশিমপুর কারাগার থেকে মাহমুদুর রহমানকে ঢাকার মহানগর হাকিম মো: হারুন উর রশিদ এর আদালতে হাজির করা হয়। এই সময় রমনা থানার উপ-পরিদর্শক মীর রেজাউল ইসলাম আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালততিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[১৫] জানা যায়, রিমান্ডে থাকাকালীন মাহমুদুর রহমানের ওপর অমানবিক আচরণ করা হয়েছে এবং রিমান্ড শেষে তাঁকে আবারো কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়।[১৬]

২৭. উল্লেখ্য, এই বছরের ১১ এপ্রিল আনুমানিক সকাল ৯ টায় ডিবি পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর মাহমুদুর রহমানকে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ডিবি পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহ ও তথ্য প্রযুক্তি আইনে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় দায়ের করা তিনটি মামলায় তাঁকে মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করে ২৪ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[১৭] এরপর ১৭ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ড শেষে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সহিদুল ইসলামের আদালতে হাজির করা হয়। এই সময় মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা রিমান্ডে নিয়ে মাহমুদুর রহমানের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। আদালতে শুনানী চলার সময় মাহমুদুর রহমান কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মেঝেতে পড়ে যান এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁকে রিমান্ডে আটক রাখাকালীন ইলেকট্রিক শক দেয়ারও অভিযোগ করা হয়।[১৮]

[১৪] আমারদেশ, ২৪ এপ্রিল ২০১১
[১৫] ডেইলী স্টার, ১৩ জুন ২০১৩
[১৬] নয়া দিগন্ত, ৩১ জুলাই ২০১৩
[১৭] ইত্তেফাক /প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০১৩
[১৮] ইত্তেফাক , ১৮ এপ্রিল ২০১৩

সাংবাদিকের ওপর সংসদ সদস্যের হামলা

২৮.গত ২০ জুলাই খবর সংগ্রহের জন্য ইনডিপেনডেন্ট টিভির সিনিয়র রিপোর্টার ইমতিয়াজ সানি ও ক্যামেরাপার্সন মহসিন মুকুল তোপখানা রোডের মেহেরবা প্লাজায় অবস্থিত আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনির ব্যবসায়িক অফিসে যান। এই সময় সংসদ সদস্য রনির নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের সেখানে আটকে রেখে লাঠি ও রড দিয়ে পেটায় এবং ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে মেমোরি কার্ড ছিনিয়ে নেয়। পরে পুলিশ ও সাংবাদিক নেতারা সেখানে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন।[১৯] এই ঘটনায় ২০ জুলাই রাতেই শাহবাগ থানায় ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সহকারী ব্যবস্থাপক ইউনুস আলী বাদী হয়ে হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভাংচুরের অভিযোগে সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনিসহ ২০/২৫ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। এরপর ২১ জুলাই গোলাম মাওলা রনি এই মামলায় ঢাকার আদালত থেকে আগাম জামিন নেন। কিন্তু ২৪ জুলাই আদালত তাঁর জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে ডিবি পুলিশ এইদিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।[২০]

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর হামলা

২৯.গত ২৭ জুলাই *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার দৈনিক ইত্তেফাক এর সংবাদদাতা শাহ আলম ভুঁইয়াকে প্রভাবশালীদের জুয়ার আয়োজন নিয়ে সংবাদ প্রকাশের কারণে নান্দাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন পৌর শহরের নতুন বাজার এলাকার কলেজ মার্কেটে তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁর ডান হাত ভেঙে দেন। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এর আগে গত ২৬ জুলাই শাহ আলম ভুঁইয়াকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হাত-পা কেটে ফেলার হুমকি দেন নান্দাইল উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। একইদিন শাহ আলম ভূঁইয়া বাদী হয়ে নান্দাইল মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। শাহ আলম ভুঁইয়া *অধিকারকে* জানান, থানায় অভিযোগ দাখিল করেও তিনি কোন নিরাপত্তা পাননি।[২১]

৩০.নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এর মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও অবৈধ বালু উত্তোলন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শাহেদ কায়েসকে অপহরণ করে নিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে দুবৃর্ত্তরা। গত ২৫ জুলাই দুপুরে শাহেদ কায়েস তাঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে মেঘনা নদীর নলচর এলাকা দিয়ে ট্রলারে করে রামপ্রাসাদের চরে যাচ্ছিলেন। এই সময় দুটি স্পিডবোটে করে এসে কুমিল্লার মেঘনা উপজেলা যুবলীগ কর্মী জাকির হোসেন, আওয়ামী লীগ কর্মী মহসিন মিয়া, সোনারগাঁও নুনেরটেক গ্রামের বসিন্দা সাবেক ইউপি সদস্য ওসমান গনি, একই গ্রামের জাকির মিয়া এবং হোসেন মিয়া শাহেদ কায়েসকে ট্রলার থেকে নামিয়ে তাদের স্পিডবোটে তুলে ১০ কিলোমিটার দূরে ফরাজিকান্দিতে নিয়ে যেয়ে কিল-ঘুষি মারে এবং ছুড়ি দিয়ে তাঁর বাঁ হাতের কবজি ও ঘাড়ে আঘাত করে। খবর পেয়ে মেঘনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে দুবৃর্ত্তরা শাহেদ কায়েসের ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। শাহেদ কায়েস *অধিকারকে* জানান, দুর্বৃত্তরা দীর্ঘদিন ধরে সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে একটি চক্র গঠন করে অবৈধভাবে নুনেরটেক গ্রামের পাশ থেকে বালু তুলছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় তারা এই হামলা চালিয়েছে।[২২]

---

[১৯] মানবজমিন ২১ জুলাই ২০১৩

[২০] যুগান্তর, ২৫ জুলাই ২০১৩

[২১] ময়মনসিংহে *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ওয়াহিদুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন

[২২] নারায়ণগঞ্জে *অধিকার*এরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী বিল্লাল হোসেন রবিনের পাঠানো প্রতিবেদন

৩১. উল্লেখ্য, গত ২ জুলাই ২০১৩ রাতে শাহেদ কায়েস সোনারগাঁ পৌরসভার খাসনগর দীঘিরপাড় এলাকায় গেলে দুইজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে শাহেদ কায়েসের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ ঘটনায় শাহেদ কায়েস গত ৪ জুলাই সোনারগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেন।[২৩]

৩২. *অধিকার* মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীর মাধ্যমে হত্যা অব্যাহত

৩৩. জুলাই মাসে ১২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৪. দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে ।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৩৫. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ এই কারখানাগুলোর শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছেন। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘটছে।

৩৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের জুলাই মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ৯৮ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস

৩৭. গত ১৫জুলাই জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ শ্রম(সংশোধন) আইন,২০১৩ পাস হয়েছে। নতুন সংশোধিত আইনে মুক্তভাবে সমাবেশ করতে দেয়া বিষয়ক কনভেনশন নম্বর ৮৭ এবং সংগঠিত ও সমন্বিতভাবে দর কষাকষির অধিকার বিষয়ক কনভেনশন নম্বর ৯৮ সহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শ্রম মানদণ্ডের মূল বিষয়গুলোর অনেকগুলোই অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তারপরও শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এখনও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শ্রম মানদণ্ডের অনেক নিচে অবস্থান করছে। এছাড়া রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার শ্রমিকরা এবং অলাভজনক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাত, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর কর্মজীবী শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন না বলে সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, যা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারকে খর্ব করে। এছাড়া ধর্মঘট ডাকার অধিকারে রয়েছে জটিল প্রক্রিয়া। ধর্মঘট ডাকতে হলে ইউনিয়নের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দরকার হবে। আগে এটা ছিল তিন-চতুর্থাংশ। এ ক্ষেত্রে নূতন সংশোধনীতে কিছুটা উন্নতি হলেও সরকার যদি মনে করে, কোন ধর্মঘট শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতির কারণ হবে তাহলে সরকার তা বন্ধ করে দিতে পারে। এই বিষয়টিতে আইনে বিস্তারিত বর্ণনা করা না হলেও সরকার এটার অপব্যবহার করতে পারবে। বিদেশী বিনিয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানে চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে ধর্মঘট নিষিদ্ধ রয়েছে। এই বৈষম্যমূলক ধর্মঘট বিরোধী ধারায় লাভবান হবে বিদেশী

[২৩] নারায়ণগঞ্জে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী বিল্লাল হোসেন রবিনের পাঠানো প্রতিবেদন

বিনিয়োগকারীরা। সংশোধিত আইনে 'পার্টিসিপেশন কমিটি' ও 'সেফটি কমিটি' এর প্রতি নজরদারির কথা বলা হয়েছে। এ দু'টি কমিটি ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। যেসব কারখানায় ইউনিয়ন নেই সেখানকার শ্রমিকরা সরাসরি ভোট দিয়ে এই দু'টি কমিটিতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। কিন্তু এই দু'টি কমিটির ভূমিকা কি হবে তা পরিস্কার করে বলা হয়নি। নতুন সংশোধনী শ্রমিকদের নিজেদের ইচ্ছেমতো নেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও কোন পরিবর্তন আনেনি। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান থাকলেও এই সংশোধনীর মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দুই মাস কমিয়ে চার মাস করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের মুনাফা সেয়ারিং ৫ শতাংশ কমিয়ে ওয়েলফেয়ার বোর্ড এবং ওয়েলফেয়ার ফান্ডে নতুন ধারা সংয়োজনকরা হয়েছে। শ্রমিকদের আশংকা মালিকপক্ষ তাঁদের ওয়েলফেয়ার ফান্ড পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। এমনকি শ্রমিকরা তাঁদের চাকরি হারানোরও আশংকা করছেন, কারণ নতুন সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, অসদাচরণের দায়ে কর্তৃপক্ষ যে কোন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে শ্রমিকরা কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। এছাড়া নারীদের যৌন হয়রানী প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়নি। অথচ নারীরাই তৈরী পোষাক শিল্পের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ফলে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য বেশকিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এই সংশোধিত আইনে।[২৪]

৩৮. *অধিকার* মনে করে, নতুন আইন মালিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের বেঁধে ফেলেছে, যা ২০০৬ সালের শ্রম আইনের সংশোধনীকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিবে। কণ্ঠভোটে পাশ হওয়া এই আইনটি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ অধিকার, মুনাফা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, চাকরির নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণ লাভের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে, শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক তেমন কিছু আনেনি। *অধিকার* অবিলম্বে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ডের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৩৯. নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

ধর্ষণ

৪০. জুলাই মাসে মোট ৫০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন নারী ও ৩৫ জন মেয়ে শিশু। উক্ত ১৫ জন নারীর মধ্যে দুইজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৩৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে পাঁচ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ।

৪১. গত ২ জুলাই কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারীর আন্ধারীরঝড় ইউনিয়নে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ওই এলাকার দুর্বৃত্ত আল আমিন, ফারুক, মোত্তালেব ও লাবু বিদ্যালয়ের পাশে একটি বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় মামলা দায়ের হলেও কোন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। ফলে আসামীরা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে এসে ধর্ষিতার পরিবারকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য এখন হুমকি দিচ্ছে।[২৫]

[২৪] মানবজমিন /নিউএজ ১৭ জুলাই ২০১৩; দি ডেইলি স্টার এর সাপ্তাহিক প্রকাশনা 'দি স্টার' এর মূল প্রতিবেদন - 'এ বিগ লেটডাইন' পৃষ্ঠা-৮, ২৬ জুলাই ২০১২

[২৫] মানবজমিন ২০ জুলাই ২০১৩

যৌন হয়রানী

৪২.জুলাই মাসে মোট ২৫ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং আত্মহত্যা করেছেন একজন নারী। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন একজন, একজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, একজনকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে ও ২০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে দুইজন পুরুষও আহত হয়েছেন।

৪৩.ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মৌসুমী বিশ্বাস (১৭)কে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মিঠুন গত ১ জুলাই কলেজ ক্যাম্পাসে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৌসুমী বিশ্বাস গত ৫ জুলাই আত্মহত্যা করেন।[২৬]

যৌতুক সহিংসতা

৪৪.জুলাই মাসে ১৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং তিন জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়কালে যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনজন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

৪৫. গত ১৬ জুলাই শেরপুর জেলার বলাইয়েরচর গ্রামে যৌতুকের টাকা না পেয়ে এক সন্তানের জননী শিখা বেগম (২০) কে তাঁর স্বামী সোলায়মান ও তার পরিবারের সদস্যরা পিটিয়ে হত্যা করে।[২৭]

এসিড সহিংসতা

৪৬.জুলাই মাসে তিনজন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৪৭.গত ১৯ জুলাই রাত আনুমানিক ১১ টায় গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার কুশদি গ্রামে দিনমজুর তারা মিয়া ও তাঁর স্ত্রী মরিয়ম বাড়ি ফেরার পথে আগে থেকে ওঁৎপেতে থাকা আমারত হোসেন,জসিম উদ্দিন এবং মুবারক হোসেনপূর্ব শত্রুতার জের ধরে তাঁদের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিডে গৃহবধূ মরিয়মের মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গা ঝলসে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ আমারত হোসেন, জসিম উদ্দিন ও মোবারক হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে।[২৮]

৪৮.এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকার পরও তারপরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

[২৬] মানবজমিন ৬ জুলাই ২০১৩
[২৭] ইনকিলাব, ১৮ জুলাই ২০১৩
[২৮] যুগান্তর, ২১ জুলাই ২০১৩

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জুলাই ২০১৩*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	৫	৪	৫	৯	৪০
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	০	৩	২	০	৬
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	২	১৮	১	০	১৪২
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	০	০	১	০	৪
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	০	০	১	০	০	০	১
	মোট	৯	৮১	৫২	৮	২৫	৯	৯	১৯৩
নির্যাতন (জীবিত)		৪	৩	৩	২	০	০	২	১৪
গুম		২	১	১	৮	০	২	০	১৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	১	৩	৩	৩	১৮
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	৪	১০	১০	৩	৫৬
	বাংলাদেশী অপহৃত	১২	৩	১৬	১২	১০	৭	১২	৭২
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	২	১২	৩	৭	৩৯
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	১৭	১৩	৫	৯	১০৩
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	৯	০	৩	০	২৪
	আক্রমণ	০	৭	০	০	০	০	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	২০	০	০	০	৩০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৮	৮৬	৭৬	২৬	১০৭	৯	৩১	৩৫৩
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	১৪৫০	৯৪৮	৮৬২	১২৫৩	১১৯৮৩
এসিড সহিংসতা		৫	৩	২	৪	১	৩	৩	২১
যৌতুক সহিংসতা		৩৭	৪২	৫৪	৬৪	৪৬	৫৩	১৮	৩১৪
ধর্ষণ		১০৯	৯৩	১১৫	১১১	৪৩	৭৮	৫০	৫৯৯
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	৩১	৫১	৪৬	১১	৩৩	২৫	২৪১
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২	০	২	২	২৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৬	৯	১১	১২	৭৩
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	৮	০	০	১১২৯	১	১	০	১১৩৯
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	২৬৮৩	৩৬১	২৬৭	৯৮	৩৮৯৭
* অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য হতে সংকলিত									

সুপারিশসমূহ

১. দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে।

২. রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৩. লিমনকে যে সমস্ত র‍্যাব সদস্য গুলি করে পঙ্গু করেছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের সমাবেশে সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে যেসব মানবাধিকার সংগঠন কাজ করছে তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

৫. কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভিসহ বন্ধ সব পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেল খুলে দিতে হবে।

৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৮. অবিলম্বে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।